দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 JUL 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

069

দৈনিক
ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা ঃ শনিবার, ১ শ্রাবণ, ১৩৯৫

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল

গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এ বছর ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী ও যশোর বোর্ডে সর্বমোট ৪ লাখ ৮ হাজার ৪শ' ৭৬ জন ছাত্র-ছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ২ লাখ ২৫ হাজার ৩শ' ৮২ জন পাস করে। পরীক্ষায় গড় পাসের হাত ৫৫.১৮। বোর্ড ভিত্তিক ফলাফলের রিপোর্টে দেখা যায়, ঢাকা ও কুমিল্লা বোর্ডের ফলাফল তুলনামূলকভাবে অন্য দু'টি বোর্ড অপেক্ষা ভাল। ঢাকা বোর্ডে এ বছর পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ১ লাখ ২৫ হাজার ৯শ' ৩১ জন ছাত্র-ছাত্রী। পাস করেছে ৭৯ হাজার ৫শ' ২০ জন। পাসের হার শতকরা ৬৩.১৫ ভাগ। এই বোর্ডে প্রথম বিভাগ পেয়েছে ১৭ হাজার ১শ' ৩ জন। কুমিল্লা বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২শ' ২জন। পাস করেছে ৬২ হাজার ৮শ' ৮৯ জন। পাসের হার শতকরা ৬২.৭৬ ভাগ। প্রথম বিভাগ পেয়েছে ৯ হাজার ৭শ' ৪৮ জন। যাশোর বোর্ডের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮৮ হাজার ৪শ' ৬৫ জন। পাস করেছে ৩৯ হাজার ৩শ' ৬৮জন। পাসের হার শতকরা ৪৪.৫০ ভাগ। প্রথম বিভাগ পেয়েছে ৫ হাজার ৯শ' ৫ জন। রাজশাহী বোর্ডের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৯৩ হাজার ৮শ' ৭৮ জন। পাস করেছে ৪৩ হাজার ৬শ' ৫ জন। পাসের হার শতকরা ৪৬.৪৫ ভাগ। প্রথম বিভাগ পেয়েছে ৬ হাজার ৭শ' ২০ জন।

চারটি বোর্ডের মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ লাখ ৭৯ হাজার ৫শ' ৮০ জন ছাত্র এবং ১ লাখ ২৮ হাজার ৮শ' ৯৬ জন ছাত্রী। ছাত্রদের পাসের হার শতকরা ৫৫.১৯, ছাত্রীদের ৫৫.১৪ ভাগ। মেধা তালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কোন কোন ছাত্র-ছাত্রী গৃহ শিক্ষক ছাড়াই প্রতিদিন ৬-৭ ঘন্টা লেখাপড়া করে মেধা তালিকায় স্থান লাভ করেছে আবার কোন কোন ছাত্র-ছাত্রী ৮ জন গৃহ শিক্ষকের কাছে দৈনিক ১২/১৩ ঘন্টা পড়াশুনা করে মেধা তালিকায় এসেছে। লক্ষ্য করা যায় যে, কৃতিত্বটা তাহলে হয় ছাত্র-ছাত্রীর না হয় গৃহ শিক্ষকের। স্কুলের শিক্ষকদের কোন কৃত্বিত্ব নেই। কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠা সাভাবিক যে, সারা বছর স্কুলে বেতন দিয়ে, সময় দিয়েও যদি গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়ে পরীক্ষা পাস করতে হয়, তবে এটা কি ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা?

শিক্ষকরা তবে স্কুলে সারা বছর ছাত্র-ছাত্রীদের কি ধরনের শিক্ষা দেন যার জন্য বোর্ড পরীক্ষায় অর্ধেকের কাছাকাছি ছাত্র-ছাত্রী ফেল করে? এ ব্যর্থতা কার? ছাত্র-ছাত্রীদের না শিক্ষকদের? যার জন্য তারা শুধু পরীক্ষায় ফেলই করেনি, একাধিক ক্ষেত্রে আত্মহত্যাও করে বসেছে? এই যদি পরিস্থিতি হয়, তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, স্কুল রেখে, হাজার হাজার টাকা শিক্ষকদের বেতন দিয়ে, গৃহ শিক্ষক রেখে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে। নকল সরবরাহ করেও যদি অর্ধেক সংখ্যক পরীক্ষার্থী ফেল করে তবে সারা বছর হাজার হাজার শিক্ষক পোষার সার্থকতাটা কোথায়?

আমরা গত বছব এবং তার আগের বছরও এই কলামেই শিক্ষকদের ব্যর্থতার কথা বলেছিলাম এবং সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পাসের হার যাতে বাড়ে সেদিকে সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। মেধা তালিকায় যারা স্থান পেতে চায় তারা যতো সংখ্যক ইচ্ছা গৃহ শিক্ষক রাখুক, কিন্তু মেধা তালিকার বাইরে বৃহত্তর সংখ্যার ছাত্র-ছাত্রী যারা শুধু পাস করতে চায় তাদের তো গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন নেই, স্কুলের শিক্ষকগণই তাদের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্কুল শিক্ষকরা স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের কিছুই শেখান না। যার ফলে প্রতি বছরই বোর্ড পরীক্ষায় নিয়মিত অর্ধেক অথবা অর্ধেকেরও বেশী সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় ফেল করে। আমরা এই অবস্থারই উন্নতি কামনা করেছিলাম। কিন্তু কোন মহলই সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তার ফলে পরিস্থিতি যথা পূর্বং তথা পরং। পরীক্ষা ও ফলাফল প্রকাশের খেলাটা এখনো আগের মতোই চলছে। অবস্থাটার পরিবর্তন আশু প্রয়োজন।

এই পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র-ছাত্রী পাস করলো আমরা তাদের অভিনন্দন জানাই। যারা ফেল করলো তাদের সমবেদনা জানাই। আর যারা ফেল করে আত্মহত্যা করলো তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি। শিক্ষা সংক্রান্ত সকল মহল আমাদের সঙ্গে আমিন বলুন, এই আমাদের প্রত্যাশা।